

## ইসলামের অপর পৃষ্ঠা ও হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ)

(৫)

আকাশ মালিক

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

হজরত হাসান (রাঃ) ঘর-মুখো নিরীহ, সরল, স্ভাবের মানুষ ছিলেন। রাজনীতি বা ক্ষমতালোভী ছিলেন না, তবে নারী-লোভী ছিলেন। হজরত আলীর ভক্তগণের চাপে প্রথমে অসীকার করে, পরে অনিচ্ছাকৃতভাবে খেলাফত গ্রহণ করেন। হাসানকে ক্ষমতা থেকে সরানো, এখন হজরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) জন্যে মাটির পুতুল ভাঙ্গার মতই সহজ। একনাগাড়ে দীর্ঘ তিনযুগের শাসনকার্য পরিচালনায় দক্ষ মুয়াবিয়া সবগুলো কাজ করেন সু-পরিকল্পিতভাবে। তিনি জানেন ধর্ম, অশিক্ষিত দুর্বল মানুষকে ধোঁকা দেয়ার একটি সহজ অথচ শক্তিশালী অস্ত্র, তা দিয়ে উন্নতশীল রাষ্ট্রগঠন বা গণ-কল্যানমুখী কোন কাজ সাধন হয়না। তাই মাঝে-মাঝে তিনি প্রয়োজনে খুব সতর্কতার সাথে ধর্ম ব্যবহার করতেন, কিন্তু রাষ্ট্র-পরিচালনায় ধর্মের ধারে-কাছেও যেতেন না। বরং তিনি পার্শ্ববর্তি খৃষ্টান-রাজ্য, বাইজানটাইন, আরমানিয়ার রাষ্ট্র-পরিচালনা পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। পরবর্তিতে ঐ সকল এলাকা দখল করে বহু খৃষ্টান ও ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী লোকজনকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। বহুজাতিক সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, রাজতন্ত্রের আদলে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হজরত মুয়াবিয়া, ধর্মনিরপেক্ষ এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। যুদ্ধকালীন কঠিন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে সিরিয়ার জনগণ সবসময় তাদের নেতার পাশে থেকে সমর্থন দিয়েছে। পক্ষান্তরে হজরত আলীর ধর্মতান্ত্রিক যুনে-ধরা পঁচা সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ অনাস্থা এনে দলেদলে মুয়াবিয়ার দলে আসতে থাকে। হজরত হাসানের সময়ে এসে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। নবীর বিশস্ত সাহাবীগণ, হজরত আলীর একান্ত বাধ্য সৈন্যগণ, এমনকি নবী বংশের হজরত হাসানের আপনজন চুরি, দুর্নীতি, মিথ্যাচারে জড়িয়ে পড়েন। হাসান একদিন দুঃখ করে বলেন- ‘এই দুনিয়ায় নবীর আদর্শ, কোরআন হাদীসের অনুসারী একজন মানুষও কি বেঁচে নেই’?

হজরত মুয়াবিয়া কুফা ও বাসারার অবস্থা পরখ করার লক্ষ্যে দু’জন গুপ্তচর তথায় পাঠালেন। একই সাথে কুফার অদূরে ৬০হাজার সৈন্য মোতায়েন করে হাসানকে, পত্র-মারফত স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন- ‘সেচ্ছায় আত্মসমর্পন করো, নইলে অস্ত্রের মাধ্যমে কুফা দখল করা হবে’। হাসান তাঁর পিতার রক্ষিত ৪০হাজার সৈন্য থেকে, হজরত কায়েসকে সেনাপতি করে ১২ হাজার সৈন্য মুয়াবিয়ার মুকাবিলায় সীমান্তে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে পারস্যের প্রাচীন বিলাসবহুল কুসুম কাননে বিশ্রাম নেন। বিশ্রামরত অবস্থায় হাসানের কাছে খবর এলো- সেনাপতি হজরত কায়েস আর বেঁচে নেই, সৈন্যগণ রণভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেছে। পালিয়ে আসা হাসানের নিজের সৈন্য ও বিক্ষুব্ধ জনতা দৌড়ে এসে তাঁর রক্ত-মঞ্চের তাঁবু ভেঙে, ছিড়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে তাদের মনের ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করলো। যে মখমল কার্পেটে বসে তিনি আয়েশে আরাম করছিলেন, একজন লোক হেঁচকা টানে কার্পেটখানি উঠিয়ে নেয়। তারা হাসানকে কাফির মুশরিক বলে গালি দিতে লাগলো। অবস্থা বেগতিক দেখে হজরত হাসান পালিয়ে আত্মগোপন করলেন। ভীক, কাপুরুষ, নারী-লোভী হাসান, মুয়াবিয়ার কাছে সংবাদ দিলেন, তিনি বিনা যুদ্ধে দুটি শর্তে আত্মসমর্পন করতে রাজী। শর্তনামায় হজরত হাসান লিখলেন-

(এক) কুফায় বাবার পৈত্রিক সম্পত্তি, রাজস্ব-খাতে জমাকৃত সোনা-দানা, টাকা-পয়সা আমাকে দিতে হবে, যাতে বাকি জীবনটুকু কাটাতে আমাকে আর্থিক সমস্যায় পড়তে না হয়। (দুই) আমার বাবা ও আমাদের পরিবারের নামে জুমআ'র নামাজে খুৎবা-পাঠে অভিশাপ দেয়া বন্ধ করতে হবে ।

মুয়াবিয়া ইচ্ছে করলে বলপূর্বক কুফা দখল করতে পারতেন। কুফার সামান্য ধনের পিপাসা মুয়াবিয়ার নেই, আছে নবী মোহাম্মদের রক্ত-পান করার পিপাসা। বুদ্ধিমান মুয়াবিয়া অপয়োজনে তাঁর একটি সৈন্যও হারাতে রাজী নন। হাসানের দুটো শর্তই তিনি মেনে নিলেন। তবে দ্বিতীয় শর্তের ব্যাপারে বল্লেন- রাষ্ট্রীয়ভাবে আলী-পরিবারকে অভিশাপ দেয়ার বাধ্য-বাধকতা উঠিয়ে দেয়া হলো, তবে জনগণ যদি সেচ্ছায় তা চর্চা করে তাতে সরকারের কিছু বলার থাকবেনা। হজরত আলীর অন্ধ সমর্থক, বেঁচে থাকা অবশিষ্ট শীয়া'দের পানে, ব্যক্তি সার্থপর হাসান ফিরে তাকালেন না। রাজস্ব কিছু সম্পদ নিয়ে সুপরিবারে মদিনায় চলে যান। কুফায় হাসান আত্মসমর্পন করার কিছুদিন আগেই, বাসারার গভর্নর (নবী বংশের) উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হজরত মুয়াবিয়াকে চিঠি লিখে আত্মসমর্পন করে তার দলে যোগ দিয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরির অভিযোগে আলীর যুগেই অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সেচ্ছায় বাসারার গভর্নরপদ ত্যাগ করার আগে রাজভান্ডার শূন্য করে নিয়ে যান। মুয়াবিয়া এখানেও অসন্তুষ্ট হলেন না। এখন শুধু হাসান আর হোসেনের প্রাণ দুটি হাতে এলেই হয়। মুয়াবিয়ার মিশন সম্পূর্ণ কমপ্লিট।

সমস্ত আরব বিশ্বের একচ্ছত্র অধিনায়ক সম্রাট মুয়াবিয়া রাজকীয় বেশে কুফায় প্রবেশ করলেন। জনগণ প্রফুল্ল চিত্তে ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করলো। কুফা নগরীকে বাসারার অন্তর্ভুক্ত করা হলো। দামেস্ক হলো মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী। এবার গোপনে সকলের অগোচরে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে নিলেই হয়। হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) গুপ্তচরের মাধ্যমে, হজরত হাসানের স্ত্রী যায়েদা বিন্তে আশা'ত বিন্ কায়েসকে জানিয়ে দিলেন- যায়েদা যদি তার স্বামী হাসানকে হত্যা করতে পারে, তাহলে তাকে একলক্ষ দিরহাম পুরস্কার দেয়া হবে এবং খলিফার পুত্রবধু করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হবে। সেদিন হাসান রোজা ছিলেন। যায়েদা তার স্বামীকে দুধে বিষ মেশায়ে ইফতার করতে দেন। বিষ পানের চতুর্দশ দিন পর ৬৭০ খৃষ্টাব্দে আরবী ৫০ হিজরীর সফর মাসে হজরত হাসান (রাঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন। যায়েদা স্বামীকে হত্যা করে যখন মুয়াবিয়ার কাছে তার পুরুস্কার দাবী করলেন, মুয়াবিয়া যায়েদাকে একলক্ষ দিরহাম পাঠিয়ে দিয়ে বল্লেন- স্বামী হত্যাকারী মহিলাকে আমার পুত্রবধু বানাতে পারিনা।

মুয়াবিয়া এবার ভাবলেন, নিজে ক্ষমতায় থাকতেই, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা উমাইয়া বংশের হাতে রাখার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রথমে বিশৃঙ্খল ব্যক্তি-বর্গের সাথে আলোচনা করলেন। সুপুত্র এজিদকে রাজপুত্র ঘোষণা দিয়ে, রাজতন্ত্র কায়েম করবেন। বিষয়টা সারা দেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করলো। হজরত মুয়াবিয়া তাঁর পুত্র এজিদকে 'রাজকুমার' না 'খলিফা' ঘোষণা দিয়েছিলেন, এবং গণতান্ত্রিক পন্থায় জনগনের সমর্থনে, না বল প্রয়োগ করে পুত্রের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন, এ নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সীমাহীন মতবিরোধ দেখা যায়। আমরা প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত রাখার লক্ষ্যে দু'একটি উদাহরণের প্রতি আলোকপাত করবো।

Mu'awiyah was eager for people's agreement to give allegiance to his son Yazeed. He resolved to take allegiance to Yazeed as a crown prince. So he consulted the grandest companions, the masters of the people and the district's governors. They all accepted. Delegations from the districts came with acceptance to give allegiance to Yazeed. Many Companions gave him the allegiance as well. Hafij Abdul ghoni says: "His (Yazeed's) caliphate is rightful, sixty of the companions of the prophet gave him the allegiance. Abdullah Ibn`Umar was one of them." [Qayd Al-Shareed min Akhbar Yazeed, by Ibn Khaldoun, p.70]

সূত্র অনুযায়ী নবীর সহচরী ৬০জন সাহাবী সতঃস্ফূর্তভাবে মুয়াবিয়ার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন, সূতরাং এজিদকে ইসলাম বিরোধী বলে সাহাবীদেরকে অপমান করা হবে। হয় এজিদ ও সাহাবীগণ সত্যের পথে ছিলেন, নাহয় যে অপরাধে এজিদ দোষী, সেই অপরাধে সাহাবীগণও অপরাধী।

মুয়াবিয়া তাঁর পুত্র এজিদকে বলেন-

"O my son, I have arranged everything for you, and I have made all the Arabs agree to obey you. No one will now oppose you in your title to the caliphate, but I am very much afraid of Husayn Ibn Ali, Abdullah Ibn Umar, Abdur Rahman Ibn Abu Bakr, and Abdullah ibn Zubayr. Among them Husayn Ibn Ali commands great love and respect because of his superior rights and close relationship to the Prophet. I do not think that the people of Iraq will abandon him until they have risen in rebellion for him against you. As far as possible, try to deal with him gently. But the man who will attack you with full force, like a lion attacks his prey, and who will pounce upon you, like a fox when it finds an opportunity to pounce, is Abdullah Ibn Zubayr. Whenever you get a chance, cut him into pieces." (Iqd al Fareed Volume 4 page 226)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুবায়েরকে এজিদ কেটে টুকরো টুকরো করেছিলেন কিনা জানা যায়নি তবে পিতার অসম্পূর্ণ কাজটি তিনি পূরণ করেছিলেন। এজিদ অত্যন্ত নৃশংস, অমানুষিক ভাবে হজরত হোসেনকে (রাঃ) কারবালা প্রান্তরে সুপরিবারে হত্যা করেন।

মৌলানা সৈয়দ কুতুব শহীদের লেখায় আমরা আরো দেখতে পাই-

'After the oath was taken to Yazid in Syria Mu'awiya gave Syed ibn 'Aas the task of gaining the acceptance of the people of the Hejaz. This he was unable to do, so Mu'awiya went to Mecca with an army and with full treasury. He called together the principal Muslims and addressed them thus:

"You all know that I have lived among you, and you are aware also of my ties of kindred with you. Yazid is your brother and your nephew. It is my wish that you take the oath of allegiance to Yazid as the next Caliph; then it will be you who will bestow offices and depose from them, who will collect and apportion money". He was answered by

Abdullah ibn Zubair, who gave him a choice of three things to do, first he might do as Allah's Messenger had done and appoint no successor, second he might do as Abu Bakr had done and nominate a successor, third he might do as Umar had done, and hand over the whole matter to a council of six individuals, none of whom was a member of his own immediate family. Mu'awiya's anger was kindled, and he asked "Have you any more to say?" "No". Mu'awiya turned to the remainder of the company "And you?" "We agree with what Ibn Zubair has said", they replied. Then he addressed the meeting in threatening terms: "The one who warns is blameless. I was speaking among you, and one of you was bold to get up and call me a liar to my face. That I will bear and even forgive. But I stand to my words, and I swear by Allah that if any of you speaks one word against the position that I take up, no word of answer will he receive, but first the sword will take his head. And no man can do more than save his life". Thereupon the commander of Mu'awiya's guard ordered two men to stand over each of the nobles of the Hejaz who opposed him and to each he said, "If your man leaves his guards to speak one word, either for me or against me, then let the guards strike off his head with their swords". Then he mounted the pulpit and proclaimed: "These men are the Leaders and the choicest of the Muslims; no matter can be successfully handled without them, nor can any decision be taken without their counsel. They are now satisfied to take the oath to Yazid and have indeed already taken that oath by the name of Allah". So the people took the oath.

Syed Qutb Shaheed in "Social Justice in Islam" (English translation pages 209-210):

মৌলানা হজরত রসিদ আখতার (দেওবন্দী) তাঁর 'তাহজীব আওর তামাদ্দুনে ইসলাম' বইয়ে উল্লেখ করেন- হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) মানুষকে জোরপূর্বক এজিদকে খলিফা মানতে বাধ্য করেন। একই বক্তব্য পাওয়া যায় সিরিয়ান লেখক হজরত রসিদ রেজার 'ইমামাতুল উজমা' বইয়ে। অধ্যাপক সাইয়েদ আকবর এলাহাবাদী 'মুসলমান কা উরজ আওর জাওয়াল' এবং সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদি 'খেলাফত আওর মুলকিয়াত' বইয়ে, উভয়েই সয়ং মুয়াবিয়াকে অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করার দায়ে অভিযুক্ত করেন।

তবে সুখের কথা হলো, কোন প্রকার সংঘাত, প্রাণহানী ছাড়াই হজরত মুয়াবিয়া তাঁর রাজতন্ত্র কায়েম করার ইচ্ছে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন। ৬৮০ খৃষ্টাব্দে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর, এজিদ তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। উমাইয়া বংশ ৬৬১ থেকে ৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এক নাগাড়ে প্রায় ৯০ বৎসর রাজত্ব করেছিল। তাই হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) আরব বিশ্বে উমাইয়া রাজতন্ত্রের স্থপতি হিসেবেই চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সমাপ্ত -